প্রথম আলো

0 8-NOV 2008

১৮ শিক্ষকের চাকরিচ্যুতি

অপরাজনীতি থেকে মুক্ত করতে হবে শিক্ষাঙ্গন

নিয়োগ পাওয়ার আট বছর পর নিয়োগ-প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ তুলে ঢাকার তেজগাঁও কলেজের ১৮ জ
শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। চাকরিচ্যুত শিক্ষকেরা অভিযোগ করেছেন, কিছুদিন আগে বোনাস ও চাকরি স্থা
করার দাবি তোলাতেই এ ব্যবস্থা নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। কিন্তু বিষয়টির আরও গভীরে রয়েছে এমন সব রাজনৈতিক কার
যা আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে রীতিমতো পঙ্গু করে দিয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার *প্রথম আলোয়* একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ওই শিক্ষকেরা বিগত আওয়ামী লী
সরকারের আমলে নিয়োগ পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় এলে বিএনপি ও জামায়াতপ
শিক্ষকেরা কলেজের পরিচালনা পর্ষদে স্থান করে নেন এবং তখনকার অধ্যক্ষকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। এরপর তা
নতুন করে প্রভাষক পদে নিয়োগ দেয় এবং স্থায়ী করে নেয়। কিন্তু এই ১৮ জনকে স্থায়ী করা হয়নি। ইনক্রিমেন্ট থে
বঞ্চিত করাসহ আরও অনেকভাবেই তাঁদের বঞ্চিত করা হচ্ছিল। এসবের প্রতিবাদ করায় এবার তাঁদের অব্যাহতি দেও
হয়েছে। অবশ্য কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বলেছেন, নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগে এই ১৮ জনের চাকরি স্থা
করার বিষয়টি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন করেনি। সে কারণেই তাঁদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, নিয়োগে যদি অনিয়ম থেকে থাকে, তাহলে তাঁরা এখানে আট বছর ধরে চাকরি করলেন
করে? কলেজ কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে আগেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়নি কেন? আট বছর পর অন্য চাকরিতে প্রবেশের ব
হারিয়ে এখন তাঁরা কোথায় যাবেন? আর সহকর্মীরা পদোন্নতি পাবেন, ইনক্রিমেন্ট পাবেন, বোনাস পাবেন, কিন্তু তাঁ
পাবেন না—এ অবস্থায় চাকরি করাও কঠিন। সম্ভবত বর্তমানে নিরপেক্ষ সরকার ক্ষমতায় রয়েছে ভেবেই তাঁরা প্রতিব
করেছিলেন। কিন্তু এর এ রকম পরিণতি হবে, এটা সম্ভবত তাঁরা ভাবতে পারেননি।

এ সমস্যা শুধু তেজগাঁও কলেজে নয়, সারা দেশের অসংখ্য কলেজেই রয়েছে। এর জন্য দায়ী মূলত শিক্ষকে
রাজনীতি। আর এর ব্যাপক প্রভাব পড়ছে আমাদের দেশের গোটা শিক্ষাব্যবস্থায়, ক্রমশ নিম্নগামী হচ্ছে শিক্ষার মা
এক আমলে চাকরি হলে যদি আরেক আমলে এ রকম হেনস্তার মধ্যে পড়তে হয়, তাহলে মেধাসম্পন্ন কেউ কি কলেজে
শিক্ষক হতে আসবেন? তখন দলীয় ক্যাডাররাই শিক্ষক হবেন এবং তাঁদের হাতে ক্যাডারই তৈরি হবে। আর তখন
ভালো শিক্ষক নীরবে চোখের জল ফেলে শিক্ষাঙ্গন ত্যাগ করবেন। এটা প্রত্যাশিত নয়।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় প্রায় শেষ। এই শেষ সময়ে মানবিক কারণে হলেও বিষয়টি তারা খোঁজ ক
দেখবে বলে আমরা আশা করি।